বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭ - ২০১৮

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭ – ২০১৮

প্রকাশকাল ঃ
জুলাই ২০১৮

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

উপদেষ্টা ঃ
শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি
মহাপরিচালক

আহ্বায়ক ঃ
এ, কে, এম, শামীম আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন)

সদস্য ঃ
মোহাম্মদ ইয়ামিন খান
উপসচিব, বিয়ামে সংযুক্ত

মোঃ রুহুল কুদ্দুস
উপসচিব, বিয়ামে সংযুক্ত

ফৌজিয়া সিদ্দিকা
সহকারী পরিচালক (প. মূ.ও গ.)

সদস্য সচিব ঃ
আ. স. ম. জামশেদ খোন্দকার
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

প্রুফ রিডিং ঃ
সালাহউদ্দিন আহাম্মদ খান
কোর্স সমন্বয়ক

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আসাদুজ্জামান
কম্পিউটার অপারেটর

আলোকচিত্রে ঃ
মোঃ আহসান কবির
ভি. সি. ও.

মুদ্রণে ঃ ভারটেক্স, ফোন ঃ ০১৯১১-৩৮৫৫৫৬

সূচী

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	রূপকল্প, লক্ষ্য ও মূল্যবোধ	১
৩.	উদ্দেশ্য	২
৪.	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম	২
৫.	পরিচালনা পদ্ধতি	৩
৬.	ভৌত সুবিধাসমূহ	৩
৭.	বিয়াম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন হলের নামকরণের প্রেক্ষাপট	৭
৮.	বিয়ামের জনবল কাঠামো	১০
৯.	২০১৭–২০১৮ অর্থবছরের বিয়ামের আয়–ব্যয় হিসাব বিবরণী	১১
১০.	২০১৭–২০১৮ অর্থবছরে বিয়াম ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১২
১১.	বিয়ামের শিক্ষা কার্যক্রম	১৪
১২.	বিয়াম কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৫
১৩.	বিয়ামের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	১৭
১৪.	বিয়াম ডরমিটরীতে অবস্থানের নীতিমালা	২১
১৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি	২২
১৬.	বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের তালিকা	২৩
১৭.	মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা	২৪
১৮.	বিয়াম ফাউন্ডেশন ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা ও ফোন নম্বর	২৫
১৯.	ফটো গ্যালারী	২৬

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১২ জুলাই ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সভাপতির বাণী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭–১৮ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিয়াম ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম। এছাড়া এটি তথ্য অধিকার আইনের একটি বাধ্যবাধকতামূলক দায়িত্ব। বিয়াম ফাউন্ডেশন নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এটাই আমার প্রত্যাশা। বিয়াম ফাউন্ডেশনকে তার মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ এবং দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

আমি বিয়ামের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সাফল্য কামনা করছি।

(আবদুল মালেক)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ড

মুখবন্ধ

বিয়াম ফাউন্ডেশন একটি বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা ও নিজস্ব উদ্যোগে বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। মেধা ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিয়াম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের স্কুল পরিচালনায় সহায়তা করছে। এছাড়াও বিয়ামের ভৌত সুবিধাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন এনজিও, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব–উদ্যোগে কিংবা যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি উন্নতমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশনের 'BIAM Research and Consultancy Pool' গঠনের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

বিয়ামের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৭–২০১৮ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বিয়ামের প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি স্বোপার্জিত, লাভজনক ও টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়াম ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে মডেল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এছাড়াও নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেয়াদের ও নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স', বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের 'বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' ও বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য 'বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ' অন্যান্য কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বিয়ামের প্রশিক্ষণ দক্ষতা, উৎকর্ষতা ও গুণগত মান এর মানদন্ডে এটি ইতোমধ্যেই দেশের স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ড এর সঠিক ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনা ও এর কর্মকর্তা–কর্মচারীদের দক্ষতা, পরিশ্রম ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগই এ সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

(শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি)
মহাপরিচালক

ভূমিকা:

প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডার এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ৬৩, নিউ ইস্কাটনে ২.০৫২৫ একর নিজস্ব জমির উপর বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ১৯৯১ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত একটি প্রকল্পের আওতায় পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী কাঠামো আওতাভুক্ত করার প্রয়াসে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতির অনুমোদনক্রমে এ প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী ও স্থায়ীভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪ নভেম্বর ২০০২ তারিখের সম (উ: ও ব্য:)-২৮/২০০২-৫৯৪ নং রেজুলেশন মূলে বিয়ামকে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা হয়, যা ২১ নভেম্বর, ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়।

রূপকল্প (Vision) ঃ

দক্ষ, স্বপ্রণোদিত ও কর্মোদ্যোগি মানব সম্পদ তৈরী করার লক্ষ্যে দেশের অনন্য শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা (BIAM strives to become a leading and unique training inistitution for developing capable, motivated, effective, efficient and proactive human resources)।

লক্ষ্য (Mission) ঃ

কার্যকর সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (To organize and offer effective, efficient and need based programs in training, research and consultancy for developing capacity of the trainees)।

মূল্যবোধ (Values of BIAM)ঃ

- সম্মান করি: প্রতিজনকেই (People: We value them)
- শুদ্ধাচার: সর্বাবস্থায় সত্য সমুন্নত (Integrity: We uphold the truth)
- আমাদের মূলমন্ত্র: গুণমান (Quality: Our motto)
- আমরা উৎসাহিত করি: ফলপ্রসূতা ও নৈপুণ্য (Effectiveness and Efficiency: We promote)
- আমাদের আস্থা: অংশীদারিত্বে (Partnership: We believe)

উদ্দেশ্য:

১. প্রশাসন ক্যাডারসহ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

২. দেশ–বিদেশের অনন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আদলে নিত্যনতুন ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

৩. উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৪. সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে মূল্যবোধ, সততা, কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশাত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কারিক্যুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা;

৫. সরকারি, আধা–সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং একইসঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিয়ামের স্থাপনা ও সেবাসমূহ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থাকে ব্যবহার করতে দেয়া;

৬. চাহিদার ভিত্তিতে সরকারি/বেসরকারি এবং এনজিও কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালনা করা;

৭. উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থাকে পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করা;

৮. যোগ্য নাগরিক তথা মেধাবী জাতি গঠনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে বিয়াম স্কুল ও কলেজ পরিচালনা করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম:

১. ১০তলা ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে হোস্টেলের সিট সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;

২. শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন;

৩. অডিটরিয়াম ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ ইত্যাদির সুবিধা বৃদ্ধি;

৪. আধুনিক ব্যায়ামাগার, বিনোদন কক্ষ ও ক্যাফেটরিয়া নির্মাণ;

৫. বিয়াম ক্যাম্পাসের আধুনিকায়ন;

৬. অডিটরিয়াম ও মাল্টিপারপাস হলের সংস্কার ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি;

৭. বিয়াম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কনফেকশনারি ও অন্যান্য খাদ্যের ব্রান্ডিংকরণ;

৮. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ আয়োজন;

৯. বিয়াম রিসার্চ পুল গঠন;

১০. অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণ;

১১. বিভিন্ন জেলায় বিয়াম স্কুল ভবন নির্মাণ;

১২. "Strengthening Capacity of BIAM for Conducting Core Courses on Policy Formulation & Negotiation Skills" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১৩. অনলাইন হোস্টেল সিট বুকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন।

পরিচালনা পদ্ধতি:

বিয়াম ফাউন্ডেশন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। পরিচালনা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য রয়েছে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলী। পদাধিকার বলে বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বোর্ডের সভাপতি এবং বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এবং এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজনকে পদাধিকারবলে সহ–সভাপতি করার বিধান রয়েছে। বোর্ডের সদস্য পদে পদাধিকারবলে যথাক্রমে এসোসিয়েশনের মহাসচিব, বিসিএস প্রশাসন একাডেমীর রেক্টর ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং বিপিএটিসি মনোনীত একজন এমডিএস এ বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত আরো ০৭ (সাত) জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/কমিশন এর ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা (যুগ্ম–সচিবের নিচে নয়) এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্মে অভিজ্ঞ প্রশাসন ক্যাডারের ০৪ (চার) জন সদস্যের মধ্যে ০২(দুই) জন কর্মরত ও ০২ (দুই) জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। উপদেষ্টামন্ডলীর অর্ন্তভুক্ত উপদেষ্টাবৃন্দ প্রশাসন ক্যাডারের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে মনোনীত হয়ে থাকেন। এর মধ্যে ০৩ জন নিয়মিত সচিব ও ০২ জন অবসরপ্রাপ্ত সচিব।

ভৌত সুবিধাসমূহ:

রিসেপশন: বিয়াম ফাউন্ডেশনে আগত অতিথি ও অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর জন্যে মূলভবনের প্রবেশ মুখে রয়েছে একটি সুসজ্জিত রিসেপশন কাউন্টার। এছাড়া রয়েছে দৈনিক পত্রিকা ও এলসিডি টিভিসহ একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অপেক্ষাগার। সম্প্রতি রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

রিসেপশন

অপেক্ষাগার

হোস্টেল: বিয়াম ফাউন্ডেশনে প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তা ও বিদেশী অতিথিদের জন্য গিজারসহ সাধারণ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উন্নতমানের আবাসন সুবিধা রয়েছে। এখানে ১২ টি নন এসি সাধারণ কক্ষ, ৫৮ টি এসি কক্ষ, ১৬ টি এসি ভিআইপি কক্ষে মোট ১৮৯টি বেড রয়েছে। উল্লেখ্য, বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডার, সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশী অতিথিগণ বিয়াম বোর্ডের নির্ধারিত ভাড়ায় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে বিয়াম হোস্টেলে অবস্থান করতে পারেন। সম্প্রতি হোস্টেলের ৯টি সিট বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি এটির ব্যাপক সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। হোস্টেল সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভিআইপি হোস্টেল কক্ষ

ক্যান্টিন: বিয়াম ভবনে বর্তমানে ছোট বড় মোট ৭(সাত) টি সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যান্টিন সুবিধা রয়েছে। এখানে চাহিদা অনুযায়ী একসাথে ১০ থেকে ৬০০ জন পর্যন্ত অতিথির আপ্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। বিয়ামের সুবিধা গ্রহণকারীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিয়াম এর নিজস্ব ক্যাটারিং এর মাধ্যমে যৌক্তিকমূল্যে সুস্বাদু বাংলা, ইংলিশ, চাইনিজ ও মোগলাই খাবার সরবরাহ করা হয়। বিয়ামে বাইরের খাবার পরিবেশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ভিআইপি ক্যান্টিন (করতোয়া)

কিচেন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সহায়তায় ২০১২ সালে বিয়াম ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান কিচেনটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এখানে ০৬টি বড় গ্যাস বার্নারসহ (বড় চুলা) মোট ১০টি গ্যাসের চুলা এবং ১০০০ জন অতিথির জন্য খাবার তৈরীর সুব্যবস্থা রয়েছে প্রসঙ্গত: বিয়ামের খাবারের স্বাদ ও গুণগত মান ইতোমধ্যেই সুধিজনের প্রশংসা অর্জন করেছে।

ডিসওয়াশিং মেশিন: ক্যান্টিনে ব্যবহৃত প্লেট, গ্লাস, চামচসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ধৌত করার লক্ষ্যে জার্মানীর বিখ্যাত হোবার্ট ব্র্যান্ডের অটোমেটিক ডিসওয়াশিং মেশিন স্থাপন বিয়ামের ক্যাটারিং সার্ভিসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

অডিটরিয়াম (এ কে এম সামসুল হক খান মেমোরিয়াল হল): বিয়াম ফাউন্ডেশনে ৫৭৫ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাধুনিক মিলনায়তন রয়েছে। এখানে রয়েছে নিজস্ব আলোকসজ্জা, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম, সেন্ট্রাল এসি, ওভারহেড প্রজেক্টরসহ নানাবিধ উপকরণ। অডিটরিয়ামটি যে কোন বড় ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, বার্ষিক সাধারণ সভা, পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান, অভিষেকসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। মিলনায়তনটির অবস্থান, সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদাপূর্ণ আবহের কারণে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে এটি নিয়মিত ব্যবহার করছেন।

৫৭৫ আসনবিশিষ্ট আধুনিক বিয়াম মিলনায়তন

২০০ আসনবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল

মাল্টিপারপাস হল: বিয়াম ভবনে প্রায় ৫,৫০০ বর্গফুট আয়তনের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপরিসর মাল্টিপারপাস হল রয়েছে। এখানে বড় ধরনের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, বার্ষিক সাধারণ সভা, পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা রয়েছে। এসকল অনুষ্ঠানের ওয়ার্কিং সেশন, গ্রুপ ডিসকাশন ও খাবার পরিবেশনের জন্য রয়েছে সুপরিসর দু'টি উইংস। বিয়ামের সুবিধা গ্রহণকারীর চাহিদা অনুযায়ী এখানে আলোকসজ্জা, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম, ওভারহেড প্রজেক্টরসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে এটিকে অত্যাধুনিক হলে রুপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কক্ষ: বিয়াম ফাউন্ডেশনে ২৫ থেকে ৬০ আসন বিশিষ্ট মোট ৯ (নয়) টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। এসকল কক্ষ মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম, ওভারহেড প্রজেক্টর, স্ক্রীন, হোয়াইট বোর্ড, ক্লিপবোর্ড দ্বারা সুসজ্জিত। এছাড়া ০২ কক্ষে পিএ সিস্টেম সংযোজিত রয়েছে। উল্লেখ্য, এ সকল কক্ষের আসন বিন্যাস সুবিধা গ্রহণকারী/প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন করা যায়।

প্রশিক্ষণকক্ষে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

কম্পিউটার ল্যাব: বিয়াম ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা সংবলিত ইন্টারনেট সংযোগসহ ৩টি অত্যাধুনিক কম্পিটার ল্যাব রয়েছে। এর মধ্যে রজনীগন্ধা ল্যাবে ২০ জন, গোলাপ ল্যাবে ২৫ জন ও শামসুদ্দিন ল্যাবে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া বিয়ামে অবস্থানরত প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা ও অতিথিদের ব্যবহারের জন্য মূল ভবনের তৃতীয় তলায় হাইস্পীড ইন্টারনেট সংযোগসহ ১০ আসন বিশিষ্ট একটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। সন্ধ্যা ৬:০০ টা হতে রাত ১০:০০টা পর্যন্ত সাইবার ক্যাফে ব্যবহার করা যায়।

শহীদ শামসুদ্দিন কম্পিউটার ল্যাব

প্রশিক্ষণ কক্ষ

বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর: বিয়াম ভবনে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখানে একটি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন এবং দু'টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর রয়েছে। লোডশেডিং বা অন্য কোন কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেটর চালু হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ: বিয়াম ভবনের অডিটরিয়াম এবং মাল্টিপারপাস হলে সার্বক্ষণিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ১২০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি সেন্ট্রাল এসি রয়েছে। অচিরেই নতুনভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র সংযোজন করা হচ্ছে।

লিফট: বিয়ামের প্রশিক্ষণার্থী ও আগত অতিথিদের ভবনে উঠা-নামার সুবিধার্থে মূলভবনে দু'টি, টাওয়ার ভবনে দু'টি এবং অডিটরিয়াম ভবনে একটি লিফটসহ মোট ০৫টি লিফট সচল রয়েছে।

লাইব্রেরি: প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও অন্যান্য কাজে বিয়ামে আগত দেশি-বিদেশি অতিথিদের জন্য বিয়াম ভবনের ৪র্থ তলায় ৩২ আসন বিশিষ্ট একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। এখানে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার নানা ধরনের প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বই এবং বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি পত্রিকা ও জার্নাল রয়েছে। লাইব্রেরি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পাঠকদের জন্য খোলা থাকে।

বিয়াম লাইব্রেরীতে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

মসজিদ: মূল ভবনের ৭ তলায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওজুখানাসহ নামাজ আদায়ের সুব্যবস্থা রয়েছে। এখানে একসাথে ১৪০ জন পুরুষ মুসল্লী এবং ২৪ জন মহিলা মুসল্লী পৃথকভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন।

মসজিদ

তথ্য ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত: বিয়াম ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে হিসাব শাখায় এ্যাকাউন্টিং সফটওয়ার, স্টোরে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার এবং কর্মচারীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট সনাক্তকরণ সুবিধা সংবলিত ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। বিয়ামের হলরুমসমূহ, হোস্টেল রুমসমূহ বুকিংয়ের জন্য অনলাইন সিট বুকিং সিস্টেম এর কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।

ওয়াই-ফাই: সম্প্রতি বিয়াম ফাউন্ডেশনের মূল ভবন, টাওয়ার ভবন এবং অডিটরিয়াম ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে উচ্চ গতি সম্পন্ন ওয়াই-ফাই সুবিধা চালু করা হয়েছে, যা হোস্টেলে অবস্থানরত অতিথি, প্রশিক্ষণার্থী ও অডিটরিয়াম সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোগ করতে পারেন।

লন্ড্রি: বিয়ামে একটি উন্নতমানের ওয়াশিং প্লান্ট রয়েছে। এখানে বিদ্যুৎ চালিত ১৪ কেজি ও ২০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ০২টি ওয়াশিং মেশিন এবং গ্যাস চালিত ২০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রাইং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিয়ামের বিদ্যমান ১০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রায়ার ও আয়রনিং সিস্টেম চালু আছে। ফলে বিয়াম হোস্টেলে ব্যবহৃত চাদর, তোয়ালে, বালিশের কভার, মশারি তথা লিনেন সামগ্রীসহ হোস্টেলে অবস্থানরত অতিথিদের কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করার সুবিধা বিদ্যমান।

ফোয়ারা: বিয়ামের ক্যান্টিন সংলগ্ন স্থানে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়েছে। মনোমুগ্ধকর ফোয়ারাটির নামকরণ করা হয়েছে "অন্তরীক্ষ (BIAM Fountain)"। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদের সান্ধ্যকালীন প্রীতি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। এটি স্বল্প পরিসরে (৩০-৪০ জন) গার্ডেন পার্টির জন্য উপযুক্ত।

বিয়াম ফোয়ারা (অন্তরীক্ষ)

বিয়াম ভাস্কর্য (অতুলতল)

বিয়াম ভাস্কর্য: বিয়াম সম্মুখ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য "অতুলতল" নামক একটি দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। শৈল্পিক এই অবকাঠামোটিতে পোড়া মাটির টেরাকোটা, আধুনিক এস এস ডিজাইনের বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল ও গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুর প্রতিফলনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ঋতু বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বিয়াম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন হলের নামকরণের প্রেক্ষাপট

শহীদ এ,কে,এম শামসুল হক খান অডিটরিয়াম: জনাব এ, কে, এম, শামসুল হক খান টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার আখতাড়াইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মুহাম্মদ হাসান খান এবং মাতা মরহুমা মাসুদা খানম। ঢাকার আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে স্কুল জীবন শেষ করে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা কলেজে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি ভাষা–আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স হতে কলম্বো প্ল্যান ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন । জনাব খান কুমিল্লার জেলা প্রশাসক থাকাকালীন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সাড়া দিয়ে ১০ মার্চ হতে ১২ মার্চ কুমিল্লায় হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে একটি অবরোধ পরিকল্পনা তৈরি করেন। অবরোধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকারী পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর রেশন ও জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন এবং পুলিশের আর্মড ও গোলাবারুদের স্টোরের চাবি ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেড কমান্ডারের নিকট দিতে তৎকালীন পুলিশ সুপার শহীদ মুন্সী কবির উদ্দিনকে নিষেধ করেন। জানা যায় যে, ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ভোরবেলা পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী জনাব এ, কে, এম, শামসুল হক খানকে কুমিল্লা সার্কিট হাউস থেকে গ্রেপ্তার করে সামরিক প্রহরায় ময়নামতি সেনানিবাসে নিয়ে যায়। ৩০ মার্চ ১৯৭১–এ তাঁকে সেখানে বন্দি অবস্থায় নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি–স্বরূপ শহীদ এ, কে, এম, শামসুল হক খানকে স্বাধীনতা পুরস্কার– ২০১০ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। জনাব খানকে স্মরণীয় করে রাখতে বিয়াম ফাউন্ডেশনের ৫৭৫ আসন বিশিষ্ট সুসজ্জিত অডিটরিয়ামটির নামকরণ তাঁর নামে করা হয়েছে।

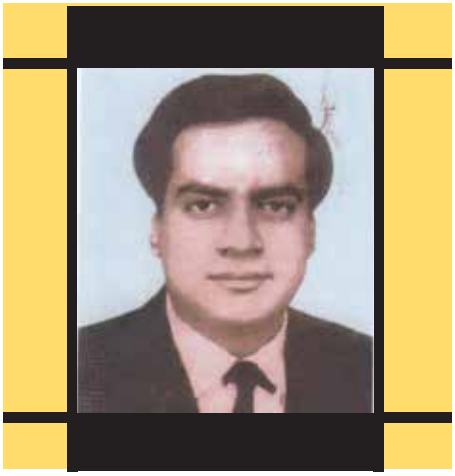

শহীদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন মেমোরিয়াল হল: শহীদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন ১৯৪৩ সালের ২ আগস্ট টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আফাজ উদ্দিন আহমেদ, মাতা রাবেয়া খাতুন। তিনি লাহোর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস–সি এবং এম.এস–সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তদানীন্তন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সি এস পি) কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৬৭ সালে যোগদান করেন। শহীদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন ১৯৬৯ সালে সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। সরকারী কর্মকর্তা হয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্দীপিত হয়ে সকল বাধা উপেক্ষা করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই অকুতোভয় দেশপ্রেমিক। ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ সিরাজগঞ্জ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় স্বাধীনতার পক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ ব্যক্ত করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৯৭১ সালের ১৯ মে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর তাঁর একমাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশনের টাওয়ার ভবনের ৩য় তলার একটি কম্পিউটার ল্যাবের নামকরণ করা হয় 'শহীদ শামসুদ্দিন কম্পিউটার ল্যাব'।

মরহুম মোঃ নূরুল আমীন হল: জনাব মরহুম মোঃ নূরুল আমীন পহেলা জানুয়ারি, ১৯৪২ সালে কুমিল্লা জেলার হোমনা থানাধীন বাবরকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ এবং মাতা মরহুমা বাতাসী বিবি। তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুল এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। এর পূর্বে তিনি ঢাকা ওয়াসা এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। তার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট, ইউ.এন.ও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশাসন ক্যাডারে তিনি একজন সৎ, দক্ষ এবং কর্মঠ অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বি,সি,এস প্রশাসন এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সে সময় তিনি ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল এ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মরহুম মোঃ নূরুল আমীন ২৯শে নভেম্বর ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্মরূপ তাঁর নামে বিয়াম ফাউন্ডেশনের টাওয়ার ভবনের ৩য় তলায় একটি হলের নামকরণ করা হয়।

শহীদ সাঈফ মীজানুর রহমান হল: শহীদ সাঈফ মীজানুর রহমানের জন্ম ১৯৪২ সালের ৩১ ডিসেম্বর, নড়াইল শহরের 'সাঈফ ভিলা'তে। বাবা আফসার উদ্দীন আহমেদ, মা মতিয়া আহমেদ। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মান এবং ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে বালক বয়সেই তিনি ভাষা–আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর পর আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদে পত্রিকা সম্পাদক ও পরে সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। এম এ পাস করার পর ইউনাইটেড ব্যাংকে অল্পদিন চাকরি করেন। তিনি অসাধারণ সংগঠক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিতার্কিক ও জনপ্রিয় আবৃত্তিকার ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এবং এম.এ পাস করার পর তিনি অর্থনীতি অবতরণিকা, ফলিত অর্থনীতি ও পাকিস্তানের অর্থনীতি, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কারবার পদ্ধতি ও বাণিজ্যিক পত্র রচনা প্রভৃতি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করে বিপুল প্রসংশিত হন। তিনি দক্ষ অভিনেতা ও নাট্যকার ছিলেন। 'ক্রান্তিকালের আকাশ' নামে তার অসম্পূর্ণ নাটকটি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের একটি প্রামাণ্য দলিল। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পিরোজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ট্রেজারী অফিসার ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে ট্রেজারীর সমুদয় অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। নিজে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ৫ মে ১৯৭১ গুরুতর আহত অবস্থায় পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধৃত হন। আহত, রক্তাক্ত সাঈফ মীজানকে জীপের পিছনে বেঁধে পিরোজপুর শহরে ঘোরানো হয়। পরে বলেশ্বর নদীর ঘাটে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে গুলিতে ঝাঁঝরা করে বলেশ্বর নদীতে ফেলে দেয়া হয়। শহীদের লাশ পাওয়া যায়নি, কোথাও কোন কবর হয়েছে কিনা জানা যায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান ও চরম আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামে ফাউন্ডেশনের টাওয়ার ভবনের ৩য় তলায় একটি হলের নামকরণ করা হয়।

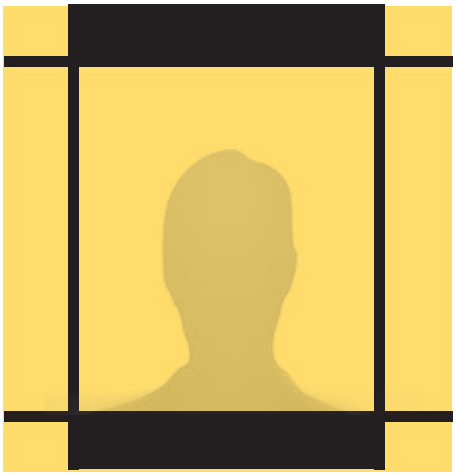

মাহবুব কবীর মেমোরিয়াল হল: জনাব মাহবুব কবীর মুন্সীগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪৫ সালের ৩রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। ছাত্র ও কর্মজীবনে তিনি সর্বদা তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্যার সলিমুল্লাহ কলেজে ভর্তি হন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলকক্সিন ও পারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয় হতে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭০ সালের ২রা অক্টোবর তিনি সি এস পি অফিসার হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। এ যোগদানের পূর্বে তিনি লেকচারার হিসেবে কিছুদিন হলিক্রস কলেজে পাঠদান করেন। সমগ্র কর্মজীবনে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি কাউন্সেলর হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসেবে তিনি সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে ২রা জানুয়ারী ২০০২ সালে কর্মজীবন শেষ করেন। তাঁর কর্মময় জীবনের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিয়াম ফাউন্ডেশনের টাওয়ার ভবনের ৫ম তলার একটি হলের নামকরণ করা হয় 'মাহবুব কবীর মেমোরিয়াল হল'।

শহীদুল জহির হল: প্রকৃত নাম শহীদুল হক। শহীদুল জহির নামে তিনি বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান। তাঁর জন্ম ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩। গ্রামের বাড়ি হাশিল, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ এম এ পাশ করেন ১৯৭৬ সালে। তিনি ১৯৮১ সনে তৎকালীন বিসিএস সচিবালয় ক্যাডারে যোগদান করেন পরবর্তী যা বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে একীভূত হয়। সরকারি চাকুরিতে যোগদানের পর ওয়াশিংটনস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যস্থ বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এসবের পাশাপাশি ফরাসি ভাষার ওপরও ডিপ্লোমা করেছিলেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যে তিনি 'আলাওল পুরস্কার' ও 'আজকের কাগজ' সাহিত্য পুরস্কার পান। তাঁর বহুল আলোচিত উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল', 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাস দুটি পাঠক মহলে দারুণ প্রশংসা পেয়েছে। তিনি ছিলেন চিরকুমার। বাংলা কথাসাহিত্যের সৃজনশীল ভুবনের এই উজ্জ্বল তারকা গত ২৩ মার্চ, ২০০৮ তারিখে পরলোকগমন করেন। শহীদুল জহিরের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিয়াম গভর্নিং বোর্ড বিগত ২৪ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিয়াম ফাউন্ডেশনের টাওয়ার ভবনের ২য় তলার একটি হলের নামকরণ করা হয় 'শহীদুল জহির হল'।

বিয়ামের জনবল কাঠামো:

বিয়াম ফাউন্ডেশন যথাযথভাবে পরিচালনার জন্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম(উঃ ও বাঃ)–১০/২০০৪(অংশ–১)–৬৯ নং স্মারকমূলে ৬১ টি পদে মোট ১৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুমোদন রয়েছে। বর্তমানে বিয়াম ফাউন্ডেশনে ১ম শ্রেণীর ০৫ জন, ২য় শ্রেণীর ০২ জন, ৩য় শ্রেণীর ৩৪ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৬২ জন এবং 'কাজ নাই মজুরী নাই' ভিত্তিতে ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। তাছাড়া বিয়াম ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রেষণে/সংযুক্তিতে ০১ জন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ০৪ জন পরিচালক ও ০৫ জন সহকারী পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। প্রয়োজন অনুসারে দৈনিক ভিত্তিতে ক্লিনার, টেবিলবয় ও বাবুর্চী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ায় প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পরিচালকের অধীনে মোট ১৫ জন কর্মকর্তা–কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। অনুরূপভাবে বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজারেও একজন প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকের অধীনে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশনে বিদ্যমান সুযোগ–সুবিধা:

১। বিয়াম ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মহাপরিচালক ও পরিচালক পদে মোট ০৫ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগের সুযোগসহ বিভিন্ন প্রকল্পে এবং ফাউন্ডেশনে উপ–সচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের প্রায় ১০ জন কর্মকর্তা প্রেষণে/সংযুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে;

২। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ফাউন্ডেশনের মনোরম পরিবেশে রেয়াতি মূল্যে সপরিবারে অবস্থান এবং বিশেষ মূল্যে আহার গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, সীমিত আবাসন সুবিধার কারণে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিয়াম ফাউন্ডেশনের হোস্টেলে অধিক সময়কাল অবস্থানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে;

৩। প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের সন্তানদের জন্য বিয়ামের আওতাভুক্ত স্কুলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রয়েছে;

৪। এছাড়াও প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণ ও তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বিয়াম ফাউন্ডেশনের ২০১৭–২০১৮ অর্থ বছরের আয়–ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রাপ্তির খাত সমূহ	টাকা	ক্রঃ নং	পরিশোধের খাত সমূহ	টাকা
১	হল ভাড়া	১৭,৩৯০,২০০.০০	১	বেতন ও ভাতাদি	৪৭,৬৬৬,৩৫২.৮২
২	ক্যানটিনের খাবার বিক্রয়	৩৭,৪১৮,২৫৪.৬৮	২	ভ্রমণ ব্যয়	১৩৫,২৩০.০০
৩	হোস্টেল ভাড়া	২১,৩৫৭,২১৪.০০	৩	ভ্যাট	৩,১৮২,৮৮২.৫৭
৪	এফডিআর–এর সুদ/লাভ	৬,১৩৮,৫৬৩.৫০	৪	আয়কর	৩০,০০০.০০
৫	গাড়ী ভাড়া	১৪,১৯২.০০	৫	টেলিফোন	২২১,২৮৬.০০
৬	লন্ড্রী থেকে আয়	২১,৬৭০.০০	৬	পানি (ওয়াসা)	২,০০৬,৭৭৫.০০
৭	ফটোকপি ও স্পাইরাল	১০৭,৪৪৭.০০	৭	বিদ্যুৎ	২,৪৯৯,৫৭০.০০
৮	সনদপত্র বিক্রয়	২২৯,৬৬৯.০০	৮	গ্যাস ও জ্বালানী	৩৮৭,০০১.৪৩
৯	প্রশাসনিক সেবা ও সার্ভিস চার্জ	৯৬৭,৮৫০.০০	৯	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৮৬০,৭৬১.৬৩
১০	জেনারেটর ভাড়া	৭৯৭,০০০.০০	১০	ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ	৩২,৮৫৭.১১
১১	ডকুমেন্টেশন ও ভিডিও	২৫,১০৪.০০	১১	প্রিন্টিং ও স্টেশনারী	৯১৭,০৯৯.০০
১২	কোর্স ফি	১,৭০০,০০০.০০	১২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১২,৪২০.০০
১৩	স্পেস/বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তি	৮৯৫,৬৯০.০০	১৩	ক্যানটিনের জন্য বাজার খরচ	২৮,৮৮০,১৬২.০০
১৪	সরকারী অনুদান প্রাপ্তি	১৭,১১০,৬৮৩.৯৭	১৪	বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী	৪৫,৫০০.০০
১৫	বিবিধ	৩৫৪,৬৯৯.০০	১৫	যানবাহন ক্রয়	৯,১৯৪,৯০০.০০
			১৬	আসবাবপত্র ক্রয়	৮০৮,৩৫০.০০
			১৭	ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট বিল	৪২৩,৪৪০.০০
			১৮	ডিস এন্টিনা বিল	১৩৮,০০০.০০
			১৯	পত্রিকা বিল	৪০,৮২৪.০০
		–	২০	বিশুদ্ধ পানির বিল	১০৪,৫০০.০০
		–	২১	এ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার বিল	২০,০০০.০০
		–	২২	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	৫০,০০০.০০
		–	২৩	ক্রোকারিজ ক্রয়	১৩৪,৫০০.০০
		–	২৪	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারী	১,০৬৬,৩৫০.০০
		–	২৫	অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা	১৭৫,১৬০.০০
		–	২৬	লাইব্রেরীর বই ক্রয়	৩৩,৮৩০.৫০
		–	২৭	স্টাফদের সার্ভিস চার্জ	৪৪৯,৭২৭.৯০
		–	২৮	ভবন/বিভিন্ন হল/সভাকক্ষ/ক্যান্টিন সংস্কার ও আধুনিকায়ন	১১৫,২০০.০০
		–	২৯	লিফট মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৩৭,৭০০.০০
		–	৩০	জেনারেটর মেরামত ও সংরক্ষণ	১৪৭,৫০০.০০
		–	৩১	এসি মেরামত ও সংরক্ষণ	৬২৩,৯১৫.০০
		–	৩২	ওয়াসিং মেসিন মেরামত ও সংরক্ষণ	২৩১,০০০.০০
		–	৩৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৪০৭,০৮২.০০
		–	৩৪	যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	৫৩০,৭৯৫.০০
		–	৩৫	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	৩১৬,৫৪০.০০
		–	৩৬	বিবিধ	১,০০০,১৬১.০০
	মোট প্রাপ্তি ঃ	১০৪,৫২৮,২৩৭.১৫		মোট পরিশোধ ঃ	১০৩,২২৭,৩৭২.৯৬
				উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি) ঃ	১,৩০০,৮৬৪.১৯

বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী

সরকারি, আধা–সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রত্যাশি সংস্থার অনুরোধে বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিয়াম ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রীসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কক্ষ ও ৩টি কম্পিউটার ল্যাব। প্রশিক্ষণার্থী ও বিয়ামে অবস্থানরত কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য ০১টি সাইবার সেন্টার, ২০০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি মাল্টিপারপাস হল এবং ৫৭৫ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। বিয়াম ফাউন্ডেশনে বি.সি.এস. ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ ছোট–বড় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২০১৭–১৮ অর্থবছরে বিয়াম ফাউন্ডেশন ২১টি কোর্সে ৬৫টি ব্যাচে মোট ১৬৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান–এর অনুরোধে কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করা হয়। বিগত ২০১৭–১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের ছোট–বড় মোট ১৫৫ টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে, যার মধ্যে ০৩টি আর্ন্তজাতিক। ২০১৭–১৮ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

এক নজরে ২০১৭–১৮ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৭–২০১৮ অর্থবছরের বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত ও আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ:

ক্রম:	কোর্সের নাম:	উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল
১.	বি.সি.এস. ক্যাডার কর্মকর্তাগণের জন্য অনুষ্ঠেয় ৬(ছয়) মাস মেয়াদি 'বি৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৬ষ্ঠ ব্যাচ	৩৯ জন	২৪/০৫/১৭ থেকে ১৯/১১/১৭
		উপ–মোট =	১টি ব্যাচ	৩৯ জন	
২.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের 'বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৪তম	৪০	১০/০৭/১৭ থেকে ০৭/০৯/১৭
			৬৫তম	৪০	১০/০৯/১৭ থেকে ০৭/১১/১৭
			৬৬তম	৩৪	১৩/১১/১৭ থেকে ১১/০১/১৮
			৬৭তম	৩৮	২০/১১/১৭ থেকে ১৮/০১/১৮
			৬৮তম	২৭	২৮/১২/১৭ থেকে ২৫/০২/১৮
			৬৯তম	৪০	১৮/০২/১৮ থেকে ১৮/০৪/১৮
			৭০তম	৪০	১৫/০৪/১৮ থেকে ১৩/০৬/১৮
		উপ–মোট =	৭টি ব্যাচ	২৫৯ জন	
৩.	পিজিসিবি –এর সহ: প্রকৌ: 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স'।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১ম ব্যাচ	৩৭ জন	২৪/০৯/১৭ থেকে ১২/১১/১৭
	পিজিসিবি –এর সহ: প্রকৌ: 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স'।		২য় ব্যাচ	২৮ জন	১৫/০১/১৮ থেকে ২৮/০২/১৮
	পিজিসিবি –এর সহ: প্রকৌশলীদের 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স'।		৩য় ব্যাচ	২৪ জন	২২/০৪/১৮ থেকে ১০/০৬/১৮
		উপ–মোট =	৩টি ব্যাচ	৮৯ জন	
৪.	"Event Management" প্রশিক্ষণ কোর্স।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩য় ব্যাচ	২৪ জন	১৭/০৯/১৭ থেকে ২১/০৯/১৭
			৪র্থ ব্যাচ	২৩ জন	২৪/০৯/১৭ থেকে ২৮/০৯/১৭
			৫ম ব্যাচ	২২ জন	০৮/১০/১৭ থেকে ১২/১০/১৭
			৬ষ্ঠ ব্যাচ	২২ জন	১৫/১০/১৭ থেকে ১৯/১০/১৭
			৭ম ব্যাচ	২১ জন	২৯/১০/১৭ থেকে ০২/১১/১৭
			৮ম ব্যাচ	২২ জন	০৫/১১/১৭ থেকে ০৯/১১/১৭
			= ৬টি ব্যাচ	১৩৪ জন	
	"Business English Communication Skills" প্রশিক্ষণ কোর্স।		৫ম ব্যাচ	২৫ জন	১২/১১/১৭ থেকে ২১/১১/১৭
			৬ষ্ঠ ব্যাচ	২৫ জন	২৬/১১/১৭ থেকে ০৫/১২/১৭
			৭ম ব্যাচ	২৫ জন	১৯/১২/১৭ থেকে ২৮/১২/১৭
			৮ম ব্যাচ	২৪ জন	১৪/০১/১৮ থেকে ২৩/০১/১৮
			= ৪ টি ব্যাচ	৯৯ জন	
	"Office Management" প্রশিক্ষণ কোর্স।		১ম ব্যাচ	২৩ জন	২৮/০১/১৮ থেকে ০১/০২/১৮
			২য় ব্যাচ	২২ জন	১১/০২/১৮ থেকে ১৫/০২/১৮
			৩য় ব্যাচ	২০ জন	২৫/০২/১৮ থেকে ০১/০৩/১৮
			৪র্থ ব্যাচ	২২ জন	০৪/০৩/১৮ থেকে ০৮/০৩/১৮
			৫ম ব্যাচ	২৫ জন	১১/০৩/১৮ থেকে ১৫/০৩/১৮
			৬ষ্ঠ ব্যাচ	১৮ জন	০৮/০৪/১৮ থেকে ১২/০৪/১৮
			৭ম ব্যাচ	২২ জন	১৫/০৪/১৮ থেকে ১৯/০৪/১৮
			৮ম ব্যাচ	২২ জন	২২/০৪/১৮ থেকে ২৬/০৪/১৮
			= ৮ টি ব্যাচ	১৭৪ জন	

ক্রম:	কোর্সের নাম:	উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী	মেয়াদকাল
	"Leadership Development Enhanced Public Service Delivery" প্রশিক্ষণ কোর্স।		১ম ব্যাচ	২১ জন	০৬/০৫/১৮ থেকে ১০/০৫/১৮
			২য় ব্যাচ	১৮ জন	১৩/০৫/১৮ থেকে ১৭/০৫/১৮
			৩য় ব্যাচ	২৪ জন	১৩/০৫/১৮ থেকে ১৭/০৫/১৮
			৪র্থ ব্যাচ	২১ জন	২০/০৫/১৮ থেকে ২৪/০৫/১৮
			৫ম ব্যাচ	১৯ জন	২০/০৫/১৮ থেকে ২৪/০৫/১৮
			৬ষ্ঠ ব্যাচ	১৭ জন	২৭/০৫/১৮ থেকে ৩১/০৫/১৮
			৭ম ব্যাচ	১৯ জন	২৭/০৫/১৮ থেকে ৩১/০৫/১৮
			৮ম ব্যাচ	২০ জন	০৩/০৬/১৮ থেকে ০৭/০৬/১৮
			= ৮ টি ব্যাচ	১৫৯ জন	
		উপ–মোট =	২৬ টি ব্যাচ	৫৪৬ জন	
৫.	STEP এর "Public Procurement" প্রশিক্ষণ কোর্স।	স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট STEP এর আওতায় প্রশাসন ক্যাডার ও কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য।	১ম ব্যাচ	২২ জন	০৬/১১/১৭ থেকে ১৯/১১/১৭
			২য় ব্যাচ	২৫ জন	২৭/১১/১৭ থেকে ১০/১২/১৭
			৩য় ব্যাচ	২০ জন	১৮/১২/১৭ থেকে ৩১/১২/১৭
			৩ টি ব্যাচ	**৬৭ জন**	
	STEP এর "Project Management" প্রশিক্ষণ কোর্স।		১ম ব্যাচ	২৩ জন	০৮/০১/১৮ থেকে ২১/০১/১৮
			২য় ব্যাচ	২১ জন	২৯/০১/১৮ থেকে ১১/০২/১৮
			৩য় ব্যাচ	১৯ জন	১৯/০২/১৮ থেকে ০৪/০৩/১৮
			= ৩ টি ব্যাচ	**৬৩ জন**	
	STEP এর "Financial Management" প্রশিক্ষণ কোর্স।		১ম ব্যাচ	২১ জন	০৭/০৩/১৮ থেকে ২০/০৩/১৮
			২য় ব্যাচ	২০ জন	২৮/০৩/১৮ থেকে ১০/০৪/১৮
			৩য় ব্যাচ	২২ জন	১৭/০৪/১৮ থেকে ৩০/০৪/১৮
			= ৩ টি ব্যাচ	৬৩ জন	
	STEP এর "Public Procurement Management" প্রশিক্ষণ কোর্স।	STEP এর কারিগরী শিক্ষা অধি: শিক্ষক/ কর্মকর্তাদের জন্য।	১ম ব্যাচ	২৫ জন	২৮/০৩/১৮ থেকে ১৭/০৪/১৮
			২য় ব্যাচ	২৫ জন	২৩/০৪/১৮ থেকে ১৩/০৫/১৮
			= ২ টি ব্যাচ	৫০ জন	
		উপ–মোট =	= ১১টি ব্যাচ	২৪৩ জন	
৬.	Coal Power Generation Co. Ltd. এর "Office Management" প্রশিক্ষণ কোর্স।	Coal Power Generation Co. Ltd.	১ম ব্যাচ	১০ জন	২৬/১১/১৭ থেকে ৩০/১১/১৭
			২য় ব্যাচ	০৮ জন	১৭/১২/১৭ থেকে ২০/১২/১৭
		উপ–মোট =	২টি ব্যাচ	১৮ জন	
৭.	Electricity Generation Co. BD. Ltd. এর "Departmental Foundation" প্রশিক্ষণ কোর্স।	EGCB Ltd.	১ টি ব্যাচ	২৭ জন	২৪/০৯/১৭ থেকে ২৩/১০/১৭
		উপ–মোট =	১ টি ব্যাচ	২৭ জন	
৮.	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর "Sustainable Urban and Sub Urban Transport system" প্রশিক্ষণ কোর্স।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	১টি ব্যাচ	২৫ জন	১৩/০১/১৮ থেকে ১৪/০১/১৮
		উপ–মোট =	১টি ব্যাচ	২৫ জন	
৯.	"National Integrity Strategy Training Course"	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১টি ব্যাচ	৪১ জন	১৭/০২/১৮
		উপ–মোট =	১টি ব্যাচ	৪১ জন	
১০.	পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য "আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স"	পরিবেশ অধিদপ্তর	১টি ব্যাচ	৩০ জন	১০/০৩/১৮ থেকে ১২/০৩/১৮
		উপ–মোট =	**১টি ব্যাচ**	**৩০ জন**	
১১.	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য "আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা" প্রশিক্ষণ কোর্স।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১ম ব্যাচ	২৫ জন	০৪/০৩/১৮ থেকে ০৮/০৩/১৮
			২য় ব্যাচ	৩০ জন	১১/০৩/১৮ থেকে ১৫/০৩/১৮
			৩য় ব্যাচ	২৮ জন	১৮/০৩/১৮ থেকে ২২/০৩/১৮
			৪র্থ ব্যাচ	২৯ জন	০১/০৪/১৮ থেকে ০৫/০৪/১৮
			৫ম ব্যাচ	৩০ জন	১৫/০৪/১৮ থেকে ১৯/০৪/১৮
			৬ষ্ঠ ব্যাচ	৩০ জন	২২/০৪/১৮ থেকে ২৬/০৪/১৮
			৭ম ব্যাচ	৩০ জন	০৬/০৫/১৮ থেকে ১০/০৫/১৮
			৮ম ব্যাচ	৩০ জন	২৭/০৫/১৮ থেকে ৩১/০৫/১৮
		উপ–মোট =	৮টি ব্যাচ	২৩২ জন	
১২.	National Integrity Strategy (NIS) and Annual Performance Agreement (APA) Training Course	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১টি ব্যাচ	১৯ জন	৩০/০৩/১৮ থেকে ৩১/০৩/১৮
		উপ–মোট =	**১টি ব্যাচ**	**১৯ জন**	
১৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর (ইউডিএফ)–দের ০৫ (পাঁচ) দিন মেয়াদী "Public Procurement Management (PPM)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি)	১ম ব্যাচ	৪০ জন	১১/০৫/১৮ থেকে ১৫/০৫/১৮
			২য় ব্যাচ	৩৯ জন	২৭/০৫/১৮ থেকে ৩১/০৫/১৮
			৩য় ব্যাচ	৩৬ জন	০৩/০৬/১৮ থেকে ০৭/০৬/১৮
		উপ–মোট =	**৩টি ব্যাচ**	**১১৫ জন**	

অর্থবছর: ২০১৭–২০১৮

সর্বমোট ঃ	মোট কোর্সের সংখ্যা	মোট ব্যাচ সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	২১ টি	৬৫ টি	১৬৮৩ জন

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

* সকল প্রশিক্ষণ কক্ষ ও ল্যাবসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;
* প্রশিক্ষণকক্ষ ও অডিটোরিয়ামে নতুনভাবে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন;
* দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন;
* প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও স্লাইড চেঞ্জারসহ উন্নত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি;
* সাইবার ক্যাফেতে কম্পিউটার সংযোগ সংখ্যা বৃদ্ধি;
* প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরী ও উপস্থাপন;
* প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষা সফর, প্রায়োগিক মাঠ সফর, ফিডব্যাক ওয়ার্কশপ, উন্মুক্ত আলোচনা, অংশগ্রহণমূলক সেশন পরিচালনা, রিসোর্স পেপার তৈরী এবং বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা, যেমন : Listening, Writing, Speaking, Public address, Seminer, Letter writing, Presentation ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ;
* "Result Based Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ;
* বিসিএস (সকল) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদি 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' পরিচালনা;
* বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ২ মাস মেয়াদি 'বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' পরিচালনা;
* পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর কর্মকর্তাদের 'বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' পরিচালনা;
* মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় প্রশাসন ক্যাডারের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিষয়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা:
* কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এসটিইপি প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

* সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ ও ভৌত সুবিধাদি যুগোপযোগীকরণ;
* বিয়াম ভবনে ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন ও অনলাইন হোস্টেল সীট বুকিং সিস্টেম প্রবর্তন;
* 'BIAM Research & Consultancy Pool' এর মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
* ইন্টারন্যাশনাল প্রশিক্ষণ/কনফারেন্স সেন্টার স্থাপন;
* ই-লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণ।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য:

* বিয়াম ফাউন্ডেশন আধুনিক ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনেছে। এ লক্ষ্যে কিছু নতুন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
* প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবমুখী এবং প্রায়োগিক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিক্যুলাম তথা কোর্স কনটেন্টস্ আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কোর্স কনটেন্টস্সমূহ নিয়মিত সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হচ্ছে।

বিয়ামের শিক্ষা কার্যক্রম:

বিয়াম ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারসহ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তদুপরি বিয়াম ফাউন্ডেশন ভবিষ্যৎ যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য মেধাবী জাতি গঠনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত স্কুল ও কলেজ পরিচালনা করে আসছে। বিয়ামের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো:

বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এবং বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজসমূহ

বিয়ামের আওতাধীন দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা	শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠাকাল
১.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ম–৫ম	২০০০
২.	বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ	৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	৬ষ্ঠ–১২	২০০৫
৩.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	প্লে–৮ম	২০০৯
৪.	নরসিংদী বিয়াম জিলা স্কুল	নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	প্লে–৯ম	২০০৮
৫.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	রায়পুরা, নরসিংদী।	প্লে–৬ষ্ঠ	২০১৩
৬.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	বেলাব, নরসিংদী।	প্লে–৩য়	২০১৪
৭.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	পলাশ, নরসিংদী।	প্লে–৬ষ্ঠ	২০১৪
৮.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	আলোরমেলা, কিশোরগঞ্জ।	প্লে–৮ম	২০০৬
৯.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।	প্লে–৫ম	২০০৯
১০.	ওয়েসিস–বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	নেত্রকোনা।	প্লে–৫ম	২০০৩
১১.	বিয়াম মডেল স্কুল,	কাজীহাটা রাজশাহী।	প্লে–৯ম	২০০৯
১২.	বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ	নিশিন্দারা, উপশহর, বগুড়া।	১ম–১২	২০০৪
১৩.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	নিশিন্দারা, উপশহর, বগুড়া।	প্লে–১২	২০০৪
১৪.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	কাহালু, বগুড়া।	প্লে–৯ম	২০০৬
১৫.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	নন্দীগ্রাম, বগুড়া।	প্লে–৮ম	২০০৬
১৬.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	প্লে–১২	২০০৭
১৭.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	সিংড়া, নাটোর।	প্লে–১০ম	২০০৬
১৮.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	নওগাঁ।	প্লে–১১	২০০৬
১৯.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	আত্রাই, নওগাঁ।	প্লে–১১	২০০৭
২০.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	জয়পুরহাট	প্লে–৩য়	২০১৫
২১.	বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ,	পাঁচবিবি জয়পুরহাট।	প্লে–৩য়	২০১৭
২২.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	লালকুঠি, ধাপ, রংপুর।	প্লে–১০ম	২০০৫
২৩.	বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ	লালকুঠি, ধাপ, রংপুর।	৩য়–১২	২০০৬
২৪.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	জলঢাকা, নীলফামারী ।	প্লে–৫ম	২০০৬
২৫.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	ওয়াপদা রোড, ঠাকুরগাঁও।	প্লে–৬ষ্ঠ	২০০৬
২৬.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	গাইবান্ধা।	নার্সারী–১০ম	২০০৯
২৭.	জৈন্তাপুর বিয়াম ডাঃ কুদরত উল্লাহ্ স্কুল ও কলেজ	জৈন্তাপুর, সিলেট।	প্লে–৮ম	২০০৬
২৮.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	বিশ্বনাথ, সিলেট।	প্লে–৮ম	২০০৬
২৯.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।	প্লে–৮ম	২০০৯
৩০.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	হবিগঞ্জ।	প্লে–৮ম	২০০৬
৩১.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	কাজীর পয়েন্ট, সুনামগঞ্জ।	প্লে–৮ম	২০০৯
৩২.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	হালদার পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	প্লে–৮ম	২০০৯
৩৩.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	মুরাদ নগর, কুমিল্লা।	প্লে–৭ম	২০১৫
৩৪.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	ঝাউতলা, সী–বীচ রোড, কক্সবাজার।	প্লে–১০ম	২০০৪
৩৫.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।	নার্সারী–৩য়	২০১৩
৩৬.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	খাগড়াছড়ি।	নার্সারী–৮ম	২০০৯
৩৭.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	রাঙ্গামাটি।	নার্সারী–৪র্থ	২০১৩
৩৮.	পি.এন–বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	পি. টি. আই রোড, সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।	প্লে–১০ম	২০০৫
৩৯.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	ডুমুরিয়া, খুলনা।	প্লে–৬ষ্ঠ	২০০৯
৪০.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	দশমিনা, পটুয়াখালী।	প্লে–৫ম	২০১১
৪১.	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল	মাদারীপুর।	প্লে–২য়	২০১৮

২০১৭ সালের PSC পরীক্ষার ফলাফল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট পরীক্ষার্থী	A+ প্রাপ্তির সংখ্যা	A প্রাপ্তির সংখ্যা	A- প্রাপ্তির সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
১।	বিএলএস,ঢাকা	১৪৪	১১২	৩২	–	১০০%	
২।	বিএলএসসি,বগুড়া	৪০	২০	২০	–	১০০%	
৩।	বিএলএস, সিংড়া	৪৪	৪১	০৩	–	১০০%	
৪।	বিএলএস, সুনামগঞ্জ	৬	৩	৩		১০০%	
৫।	বিএলএস, নন্দীগ্রাম	৩	২	১		১০০%	
৬।	বিএলএস, ঠাকুরগাঁও	০৪	০৩	০১		১০০%	
৭।	বিএলএস, খাগড়াছড়ি	০৯	০১	০৮		১০০%	
৮।	বিএলএস, রাজশাহী	০৪	০১	০১	০২	১০০%	
৯।	বিএলএস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৩	১৭	১৬		১০০%	
১০।	বিএলএস, কক্সবাজার	৩২	১৮	১৪		১০০%	
১১।	বিএলএস, নরসিংদী	৭৬	৫৪	২২		১০০%	

২০১৭ সালের JSC পরীক্ষার ফলাফল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট পরীক্ষার্থী	A+ প্রাপ্তির সংখ্যা	A প্রাপ্তির সংখ্যা	A- প্রাপ্তির সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
১।	বিএমএসসি,ঢাকা	১৬৫	১০৩	৫৪		৯৯.৩৯%	
২।	বিএলএসসি, দুপচাঁচিয়া	১২৯	১০৭	২২		১০০%	
৩।	বিএমএসসি, বগুড়া	৪২৬	৩৯০	৩৬		১০০%	
৪।	বিএলএসসি, বগুড়া	৪৫	৩৪	১১		১০০%	
৫।	বিএলএস, সিংড়া	৫৮	২৬	২০		৯৮.২৮%	
৬।	বিএলএস, নওগাঁ	৮২	৪৩	৩৯		১০০%	
৭।	বিএমএসসি, রংপুর	৭৪	৩৩	৩২	০৯	১০০%	

২০১৭ সালের SSC পরীক্ষার ফলাফল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ–৫ প্রাপ্তির সংখ্যা	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
১।	বিএমএসসি,বগুড়া	৩৪৪	২৮৪	৩৪৪	১০০%	
২।	বিএমএসসি, ঢাকা	১২৬	৭১	১২৬	১০০%	
৩।	বিএমএসসি, রংপুর	৯০	২৭	৯০	১০০%	

২০১৭ সালের HSC পরীক্ষার ফলাফল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ–৫ প্রাপ্তির সংখ্যা	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
১।	বিএমএসসি,বগুড়া	২৭৮	১৪১	২৭৮	১০০%	
২।	বিএমএসসি, ঢাকা	৪৪	১০	৪৪	১০০%	
৩।	বিএমএসসি, রংপুর	১৪৬	২৬	১৬২	৯৫.৭৩%	

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

বগুড়া শাখা, নিশিন্দারা, বগুড়া।

(প্রতিষ্ঠার তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ / ২১ আগস্ট, ২০০৩ খ্রি:)

বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া বিয়াম ফাউন্ডেশন ঢাকা এর আওতাধীন উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র। মূলত: বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এক অনন্য আসন অলংকৃত করেছে। নিরিবিলি পরিবেশে বিশাল আয়তনে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকদের একটি প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পরিচিতি:

বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর একটি হল বিয়াম ফাউন্ডেশন এবং অপরটি বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস সংলগ্ন অপর প্রতিষ্ঠানটি হল বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ এ তিনটি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত ক্যাম্পাসের আয়তন যেমন বৃহৎ আবার সার্বক্ষণিক তা ছাত্র–ছাত্রী, কর্মকর্তা–কর্মচারিদের পদচারণায় থাকে মুখরিত। বিয়াম ফাউন্ডেশনের মূল অবকাঠামো চারটি – প্রশাসনিক ভবন, ডরমিটরি, অফিসার্স কোয়ার্টার ও কর্মচারি কোয়ার্টার।

প্রশাসনিক ভবন:

প্রশাসনিক ভবনে পরিচালকের অফিসসহ অন্যান্য কর্মকর্তা–কর্মচারির অফিস কক্ষ রয়েছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে ৩০০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটরিয়াম, ৩০০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাল্টিপারপাস হল, ৪০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ল্যাব, পিএ সিস্টেমসহ দু'টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম, ৪০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দু'টি ক্লাসরুম ও একটি ব্রাইডাল রুম। এর নিচতলায় রয়েছে ৬০ আসন বিশিষ্ট ক্যান্টিন এবং একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জিমনেশিয়াম। প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন দু'টি কিচেন রুম রয়েছে। প্রশাসনিক ভবনে পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা রয়েছে। এছাড়া বিয়ামের চলমান কার্যক্রম প্রদর্শনে রয়েছে ৫৫ ইঞ্চি মাপের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড।

আবাসন:

বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এবং আগত অতিথিদের জন্য রয়েছে একটি আধুনিক পরিচ্ছন্ন ডরমেটরি। এতে রয়েছে ৮ টি ভি.আই.পি. রুম এবং ৪০ আসন বিশিষ্ট ২০টি সেমি ভি.আই.পি. রুম। সকল কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বিনোদনের জন্য রয়েছে টিভি রুম এবং ধর্মীয় ইবাদতের জন্য রয়েছে নামাজের কক্ষ। বিয়াম ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা–কর্মচারিদের আবাসনের জন্য রয়েছে একটি কর্মকর্তা কোয়ার্টার ও একটি কর্মচারি কোয়ার্টার। প্রতিটি কোয়ার্টারে ৬টি করে পরিবার বসবাস করতে পারে।

ডরমিটরি ভবন, বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা:

আধুনিক, মানসম্মত ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতকল্পে বিয়াম ফাউন্ডেশনে দুটি (৫০০ কেভি + ২০ কেভি) নিজস্ব জেনারেটর (সার্ভার স্টেশনসহ) রয়েছে যা অটোমেটিক সিস্টেমে পরিচালিত। এতে সমগ্র ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া সমগ্র ক্যাম্পাস সার্বক্ষণিক সি.সি. ক্যামেরার পর্যবেক্ষণে রয়েছে। উচ্চ গতির ইন্টারনেট ও সার্বক্ষণিক সি.সি. ক্যামেরা সংযুক্ত অনলাইন স্ট্রিমিং নিশ্চিত কল্পে রয়েছে ২৫০০ ভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন আই.পি.এস। সমগ্র ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা লাইট, ক্লাস রুম, ভি,আই,পি, রুম, ক্যান্টিনসহ গুরুত্বপূর্ণ কক্ষসমূহ আই.পি.এস. এর আওতাভুক্ত। জেনারেটরের পাশাপাশি আই.পি.এস প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে।

কার্যক্রম:

বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে সরকারি/বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণী কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০১৭–২০১৮ অর্থ বছরে এ কার্যালয়ে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১৫২ জন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণী কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১টি ব্যাচে ৪০জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অডিটোরিয়াম

এছাড়াও এখানে অত্যন্ত মনোরম ও নিরাপদ পরিবেশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক সুযোগ–সুবিধা সংবলিত হলরুমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সভা সেমিনার, কর্মশালা, পূণর্মিলনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সিম্পোজিয়াম ও রুচিসম্মত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি জন্মদিন, বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজনেরও সু–ব্যবস্থা রয়েছে। আরও আছে অভিজ্ঞ বাবুর্চির তৈরী সুস্বাদু খাবার প্যাকেজ ও মানসম্মত সার্ভিসের নিশ্চয়তা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে একসঙ্গে ২৮০ জন বসে খাবার সু–ব্যবস্থা রয়েছে।

কনফারেন্স রুম

বিয়াম হোস্টেলে সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারী, দেশি–বিদেশি অতিথি যারা বগুড়ায় নিরাপদে থাকতে চান এমন সব পেশাজীবিদের থাকার সু–ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে (শর্ত প্রযোজ্য)। বিয়াম হোস্টেলে অবস্থানকারী অতিথিদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মতাবে তৈরীকৃত সু–স্বাদু আহারের ব্যবস্থা।

বিয়াম ফাউন্ডেশন সংলগ্ন (১) বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজ, বগুড়া (ইংলিশ ভার্সন) এবং (২) বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া প্রতিষ্ঠান দু'টিতে প্রায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) ছাত্র–ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন এবং তা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। "শিক্ষাই জাতির উন্নতি; অগ্রগতি ও বিকাশের একমাত্র মাধ্যম'–একথা স্মরণে রেখে এ প্রতিষ্ঠানের শুভযাত্রা। প্রচলিত শিক্ষার গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান প্রজন্মকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত পুন্ড্রনগরী ও আধুনিক শিল্প কেন্দ্র বগুড়ার প্রাণকেন্দ্রে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য:

ক) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্তৃক পরিচালিত;

খ) নিরিবিলি, নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশ;

গ) আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা;

ঘ) সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা;

ঙ) প্রয়োজনীয় সকল ধরনের নিজস্ব অবকাঠামো ও লজিস্টিক সাপোর্ট;

চ) ঝামেলামুক্ত ও স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন ;

ছ) আধুনিক কোর্স ব্যবস্থাপনা এবং ইংরেজীতে গুরুত্বারোপসহ বাস্তব সম্মত কোর্স মডিউল ও দক্ষ প্রশিক্ষক ;

জ) সার্বক্ষণিক অনলাইন স্ট্রিমিং সুবিধা সম্পন্ন সিসি ক্যামেরা;

ঝ) সমগ্র ক্যাম্পাসে Wifi Hotspot সুবিধা ও ধুমপানমুক্ত ক্যাম্পাস।

ক্লাসরুম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।

[উদ্বোধনের তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।]

বিয়াম ফাউন্ডেশন এর একটি প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আঞ্চলিক কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রটি সরকারি কর্মচারি এবং কক্সবাজার তথা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জনসেবা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসরে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বর্তমানে কেন্দ্রটি একটি সুপরিসর প্রশাসনিক কাম প্রশিক্ষণ ভবন এবং হোস্টেল সুবিধা নিয়ে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় মানসম্মত, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত সেবামূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। সে ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিয়াম পরিচালনা পর্ষদের সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং কর্মকর্তা–কর্মচারিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিষ্ঠান দেশে একটি মর্যাদার আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কেন্দ্রের সার্বিক উৎকর্ষ সাধন এবং ধারাবাহিক মানোন্নয়নে কেন্দ্রের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী সদা সচেষ্ট।

পরিচিতিঃ

কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন ঝাউতলা সমুদ্র সৈকতের মনোরম পরিবেশে ৫ একর জায়গা জুড়ে বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র অবস্থিত। এখানে রয়েছে একটি দোতলা প্রশাসনিক কাম প্রশিক্ষণ ভবন। এতে রয়েছে ১টি স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ল্যাব। ৪০ জন ধারণ ক্ষমতার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেমসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ২টি ক্লাস রুম। ৫০ জন ধারণ ক্ষমতা সংবলিত ১টি কনফারেন্স রুম যা পি.এ. সিস্টেম সমৃদ্ধ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এখানে আরও রয়েছে একটি সুপরিসর ক্যান্টিন ও রিসেপশন। বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রে আছে ৩০০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম সংবলিত একটি মাল্টিপারপাস হল। এখানে রয়েছে ১০০ টি গাড়ী পার্কিং এর সু–ব্যবস্থা। রয়েছে নিজস্ব পাওয়ার সাব–স্টেশন। রয়েছে দোতলা ডরমিটরী ভবন, যাতে আছে ৮টি (একটি ডাবল ও আরেকটি সিঙ্গেল) এসি রুম, ৫৬ টি (সিঙ্গেল বেড) এসি রুম। কেন্দ্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে নানা প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদরাজি। এখানে রয়েছে বিশাল খেলা–ধুলার মাঠসহ মনোমুগ্ধকর ফুলের বাগান ও মনোরম পরিবেশ।

বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র

বিশেষ সুবিধাদিঃ

বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রে অতিথিদের জন্য রয়েছে দোতলা ২টি স্যুইট বিল্ডিং–সুগন্ধ্যা এবং লাবণী। এতে ১৬টি সুপরিসর স্যুইট রয়েছে। রয়েছে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি।

কার্যক্রম:

বিয়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের ২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের স্বল্পমেয়াদি সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব আয়োজনে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে ছোট–বড় বিভিন্ন সভা–সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের ২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে সর্বমোট ৪৬৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের স্বল্পমেয়াদি সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রায় ৮৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহকারি প্রোগ্রামারদের ২ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব আয়োজনে স্বল্পমেয়াদি প্রায় ৬০টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিয়াম ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কর্মকান্ড ছাড়াও ক্যাম্পাস সংলগ্ন রয়েছে একটি সু–প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কক্সবাজারে বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম) নামে এটি সমধিক পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটিতে ছয়শতাধিক ছাত্র–ছাত্রী বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। প্রচলিত শিক্ষার গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান প্রজন্মকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ঐতিহ্যমন্ডিত ও বিশাল সুমদ্র সৈকত সংবলিত পর্যটন নগরী কক্সবাজারের প্রাণকেন্দ্রে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষ

স্যুইট ভবন

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর ডরমিটরীতে অবস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা (জুন ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত)

১. ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা বহির্ভূত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরকারি/ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় আগমন উপলক্ষে বিয়াম ডরমিটরীতে অবস্থান করতে পারবেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার কর্মরত কর্মকর্তাগণ বিয়াম ডরমিটরীতে আবাসিক সুবিধা পাবেন না;

২. মাঠ পর্যায় থেকে বদলীজনিত কারণে কোন কর্মকর্তা বিয়াম ডরমিটরীতে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন অবস্থান করতে পারবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সাত দিনের বেশী সময় অবস্থানের জন্য কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই একাদিক্রমে ১৪ দিনের বেশী ডরমিটরীতে অবস্থান করা যাবে না। উল্লেখ্য, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিয়াম ডরমিটরীতে ৭ দিনের বেশি অবস্থানের ক্ষেত্রে ভাড়ার হার দ্বিগুণ হারে প্রযোজ্য হবে;

৩. পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অবস্থান করার জন্য বিয়াম কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে। পরিবারের সদস্য হিসেবে কেবল পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/ছেলে/মেয়ে বিবেচিত হবেন। তবে পরিবারের উল্লিখিত সদস্য ব্যতিত অন্য কেউ হোস্টেল ও ক্যান্টিনে প্রশাসন ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করতে পারবেন না;

৪. কোন পরিবারের অনুকূলে একত্রে ২টির বেশী কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবে না;

৫. হোস্টেলে অবস্থানরত কোন পুরুষ অবস্থানকারীর কক্ষে মহিলা দর্শনার্থী/অতিথি এবং মহিলা অবস্থানকারীর কক্ষে পুরুষ দর্শনার্থী/অতিথি যেতে পারবেন না। এ ধরণের অতিথিকে অভ্যর্থনা কক্ষে বা ক্যান্টিনে সাক্ষাৎ/আপ্যায়ন করা যাবে;

৬. অবস্থানের জন্য কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে কক্ষ বরাদ্দের সময় কক্ষের সামগ্রীসমূহ বুঝে নিতে হবে এবং একইভাবে হোস্টেল ত্যাগকালীন সময়ে কক্ষের সামগ্রীসমূহের হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে;

৭. কোন কাজে ডরমিটরী ত্যাগের সময়ে কক্ষের চাবি অবশ্যই অভ্যর্থনাকারীদের নিকট জমা দিয়ে যেতে হবে। কোন কারণে চাবি হারিয়ে গেলে ২০০/- (দুইশত) টাকা বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করতে হবে;

৮. ডরমিটরীতে কোন প্রকার রান্না করা যাবে না। ন্যূনতম ৪ ঘন্টা পূর্বে আদেশ দিয়ে নগদ মূল্যে কুপন সংগ্রহ করে বিয়াম ক্যান্টিনে নাস্তা ও খাবার গ্রহণ করা যাবে;

৯. কক্ষে বৈদ্যুতিক চুলা, ইস্ত্রি বা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে ডরমিটরী থেকে লন্ড্রি সুবিধা গ্রহন করা যাবে;

১০. বিয়াম ক্যাম্পাস ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে বিবেচিত। এখানে সকল প্রকারের নেশা জাতীয় খাবার নিষিদ্ধ;

১১. বিয়াম ডরমিটরীতে অবস্থানকারী কর্মকর্তাদের গাড়ীচালক/পিওন/দেহরক্ষীদের/ গৃহকর্মী থাকার কোন ব্যবস্থা নেই;

১২. ডরমিটরীতে অবস্থানকালীন যে কোন সমস্যায় ইন্টারকমে ১২০ নম্বরে রিসিপশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে;

১৩. বিয়ামে কর্মরত কর্মচারীদের কোন প্রকার টিপস প্রদান করা যাবে না। কেউ টিপস দিতে চাইলে সে ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে সংরক্ষিত কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করা যাবে;

১৪. ডরমিটরীতে কক্ষ বরাদ্দের জন্য রিসিপশন কাউন্টারে ৯৩৩৩০১৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে;

বিয়াম ডরমিটরীর ভাড়ার হার

ক্রমিক নং	ধরণ	সিট সংখ্যা	ভাড়ার হার (প্রতি সিট)	
			প্রশাসন ক্যাডার	অন্যান্য
১।	ভিআইপি	৩০টি	৬০০/-	২০০০/-
২।	এসি	১৩৭টি	২৫০/-	১০০০/-
৩।	সাধারণ	২২টি	১০০/-	৫০০/-

[বি: দ্র: বিয়াম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের জন্য বিশেষ ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হয়। অচিরেই আবাসন সুবিধা গ্রহণকারীদের জন্য অনলাইন হোস্টেল সিট বুকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এ লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়ণ করা হচ্ছে।]

বিয়াম ফাউন্ডেশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে কর্তব্য–কর্মে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' গৃহীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপের গর্বিত অংশীদার হিসেবে বিয়াম ফাউন্ডেশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদেরকে শুদ্ধাচার আন্দোলনে অংশীদার করতে এবং তাদের সামগ্রিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ আনয়ন ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রথমবারের ন্যায় ২০১৭–২০১৮ অর্থবছর থেকে "জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার" প্রদানের কার্যক্রম শুরু করে। শুদ্ধাচার নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আচরনগত উৎকর্ষ সাধন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। শুদ্ধাচারকে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে ০১ থেকে ১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ও ১১ থেকে ২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারিদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার' বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭–২০১৮ অর্থবছরে পুরস্কার অর্জনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী:

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	নাম	পদবী
১।	০১ থেকে ১০ গ্রেড	জনাব মোঃ আমিনুল হক শাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২।	১১ থেকে ২০ গ্রেড	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন	হাউজ কিপার
৩।	১১ থেকে ২০ গ্রেড	জনাব মোঃ রমজান আলী	ক্লিনার

'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার' বিতরণ করছেন মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি।

বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের তালিকা

(জুন ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত কার্যকর পরিচালনা বোর্ড)

ক্রঃনং	নাম	পদবী ও বর্তমান ঠিকানা	বোর্ডে অবস্থান
১.	জনাব আবদুল মালেক	সচিব, *তথ্য মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন*	সভাপতি
২.	জনাব সোহরাব হোসাইন	সচিব, *মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়*	সহ-সভাপতি
৩.	জনাব মোঃ নজিবুর রহমান	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, *প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থাকাকালীন মনোনীত)*	সদস্য
৪.	জনাব এন এম জিয়াউল আলম	সচিব *(সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ*	সদস্য
৫.	–	সচিব, *ভূমি মন্ত্রণালয়*	সদস্য
৬.	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ	সচিব, *নির্বাচন কমিশন*	সদস্য
৭.	জনাব কবির বিন আনোয়ার	সচিব, *পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহাসচিব, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন*	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	রেক্টর, *বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমী, শাহবাগ, ঢাকা*	সদস্য
৯.	–	রেক্টর/*তাঁর মনোনীত এমডিএস পর্যায়ের প্রতিনিধি বিপিএটিসি, সাভার*	সদস্য
১০.	জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	সচিব *(অবসরপ্রাপ্ত)*	সদস্য
১১.	জনাব মিজানুর রহমান	সচিব *(অবসরপ্রাপ্ত)*	সদস্য
১২.	জনাব কে এম আলী আজম	কমিশনার, *ঢাকা বিভাগ, ঢাকা*	সদস্য
১৩.	শেখ ইউসুফ হারুন	অতিরিক্ত সচিব *(এপিডি অনুবিভাগ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়*	সদস্য
১৪.	–	অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, *পরিকল্পনা কমিশন*	সদস্য
১৫.	জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান	জেলা প্রশাসক, *ঢাকা*	সদস্য
১৬.	শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি	মহাপরিচালক *(অতিরিক্ত সচিব), বিয়াম ফাউন্ডেশন।*	সদস্য-সচিব

বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ডের উপদেষ্টামন্ডলির তালিকা (জুন ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও বর্তমান ঠিকানা
১.	জনাব ফজলে কবীর	সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) ও গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
২.	জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)
৩.	জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব এ. এন. সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী	সদস্য (সচিব), পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম	১২-০১-২০০৩ - ২৮-০১-২০০৫
২.	জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম	২৮-০২-২০০৫ - ১৬-১১-২০০৬
৩.	জনাব ফসির আহমেদ	১০-০১-২০০৭ - ১৭-০৩-২০০৭
৪.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	০২-০৪-২০০৭ - ১২-০৫-২০০৭
৫.	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ (অ:দা:)	১৭-০৫-২০০৭ - ২৯-০৭-২০০৭
৬.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	৩০-০৭-২০০৭ - ১৩-০৫-২০০৮
৭.	ড. খোন্দকার শওকত হোসেন (অ:দা:)	১৩-০৫-২০০৮ - ২২-০৫-২০০৮
৮.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	২২-০৫-২০০৮ - ০৫-০৭-২০০৯
৯.	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম	০২-০৭-২০০৯ - ২৫-০১-২০১০
১০.	জনাব মো: আব্দুল মান্নান	২৫-০১-২০১০ - ২৯-১১-২০১০
১১.	জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক	৩০-১১-২০১০ - ০৬-০৩-২০১১
১২.	জনাব খন্দকার মো: ইফতেখার হায়দার	০৬-০৩-২০১১ - ১৯-০৫-২০১৩
১৩.	জনাব মো: সোহরাব হোসাইন (অ:দা:)	২২-০৫-২০১৩ - ০৩-০৬-২০১৩
১৪.	জনাব মো: ফজলুল হক	০৩-০৬-২০১৩ - ০৪-১১-২০১৫
১৫.	জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী (অ:দা:)	০৯-১১-২০১৫ - ২০-১২-২০১৫
১৬.	জনাব মো: নূরুল ইসলাম	১৭-১২-২০১৫ - ২২-০৬-২০১৭
১৭.	শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি	১৮-০৯-২০১৭ -

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও ফোন নম্বর
(জুন ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ফোন অফিস	ফোন বাসা	মোবাইল
১.	শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি	মহাপরিচালক	৯৩৫৬৩২৮	৯৩৫১৯০৬	০১৭১১০০৫৪৬৬
২.	মো: হান্নান মিয়া	পরিচালক (শিক্ষা)	৯৩৪৮৩৯৪	৯৬১৩২৭৭	০১৮১৯৫৬২৩৭৪
৩.	এস এম ফজলুল করিম চৌধুরী	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪৮৩১৩৩৩৫		০১৭১১০৪১৫৭৫
৪.	মুহম্মদ মেসবাহুল আলম	পরিচালক (অর্থ)	৪৮৩১৭৩৫২	–	০১৭১২০২১৫৪৪
৫.	এ,কে,এম, শামীম আক্তার	পরিচালক (প্রশাসন)	৯৩৪৮৩৫৪	৫৮৩১১৪০৩	০১৭২০৬৬৬০০০
৬.	মোহাম্মদ ইয়ামিন খান	উপসচিব, বিয়ামে সংযুক্ত	৯৩৪৮৩৯৪	–	০১৭১৮২৮০২৬৮
৭.	মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস	উপসচিব, বিয়ামে সংযুক্ত	৯৩৪৮৩৯৪	–	০১৭১২৮২৭৩৯৮
৮.	আ. স. ম. জামশেদ খোন্দকার	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৩৩৯৮৯৫	–	০১৯২৪৪০৫৯৪৫
৯.	ফৌজিয়া সিদ্দিকা	সহকারী পরিচালক (প.মূ.ও গ)	৯৩৪৮৩৯৪	–	০১৯১১৮৫৯১১৩
১০.	নাজনীন সুলতানা	কোর্স সমন্বয়ক	৯৩৩৬১১০	৯৩৪৯৯৪৭	০১৭২৭৩২৮১১৫
১১.	সায়রা পারভীন	কোর্স সমন্বয়ক	৯৩৫২৪০৬	৯১২০৯১০	০১৯১২১০২৯০৬
১২.	দিলারা বেগম	কোর্স সমন্বয়ক	৯৩৩৬১১০	–	০১৭৬৪৭৭৪৭৭৯
১৩.	সালাহউদ্দিন আহাম্মদ খান	কোর্স সমন্বয়ক	৯৩৩৬১১০		০১৭১১২২২৭০৭
১৪.	মোহা: আলী আকবর	প্রটোকল ও জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৩৩৬১১০	–	০১৭১৫২৫৫৬৩৮
১৫.	মো: আমিনুল হক শাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৩৩২৫১৩	–	০১৭১২৫০৯০৬৯
১৬.	আব্দুল্লাহ–আল–রাশেদ	উপ–সহকারী প্রকৌশলী	৯৩৩৬১১০	–	০১৯১৩১০০৪০২

ফটো গ্যালারী

সেশন পরিচালনায় জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সেশন পরিচালনায় জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক সেশন পরিচালনা

শ্রেণি অধিবেশন পরিচালনায় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব আবদুল মালেক, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ড

সেশন পরিচালনায় জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক, সাবেক নির্বাচন কমিশনার

ফটো গ্যালারী

স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব ফয়েজ আহম্মদ, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব কবির বিন আনোয়ার, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সেশন পরিচালনায় রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) খোরশেদ আলম, সচিব (মেরিটাইম ইউনিট), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সেশন পরিচালনা

ড. আহমদ কায়কাউস, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সেশন পরিচালনা

বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত জাতির জনকের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে ক্ষুদে শিক্ষার্থীর হাত থেকে ফুলের তোড়া গ্রহণ করছেন প্রধান অতিথি শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি, মহাপরিচালক, বিয়াম ও সভাপতি বিয়াম স্কুল পরিচালনা বোর্ড

ফটো গ্যালারী

অনুষদসদস্যবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীদের ফটোসেশন

বিয়াম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহাপরিচালক, বিয়াম ও সভাপতি বিয়াম স্কুল পরিচালনা বোর্ড

জাতীয় সংসদ ভবন পরিদর্শনে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

শরীরচর্চারত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেস রজনীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন
BANGLADESH INSTITUTE OF ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (BIAM) FOUNDATION
63, New Eskaton, Dhaka-1217.
Tel: 880-2-9336110, 9352406
Fax : 880-2-9332865
www.biam.org.bd